বাইবেলে ধর্মচ্যুত হওয়ার বিষয়ে একটি বিশদ অধ্যয়ন

ধর্মত্যাগ বা বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হওয়ার ধারণাটি পবিত্র শাস্ত্রের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়, যা ইচ্ছাকৃত প্রত্যাখ্যান, ক্রমান্বয়িক অবহেলা বা আধ্যাত্মিক অধঃপতনের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কাজকে বর্ণনা করে। এই অধ্যয়নটি ধর্মত্যাগের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান প্রদান করে, যেখানে মূল ভাষার পরিভাষা, বাইবেলের উদাহরণ, বৈশিষ্ট্য, পরিণতি এবং পুনরুদ্ধারের আশাকে একীভূত করা হয়েছে। এতে ১ করিন্থীয় ৫, মথি ১৫-১৬, যূদা, "মানুষের মধ্যে প্রবেশকারী সাতটি আত্মা," রাজ্যের দৃষ্টান্ত, কুকুরের নিজের বমিতে ফিরে আসার প্রবাদ, ভণ্ড, মিথ্যা শিক্ষক, খ্রীষ্টারি এবং অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ থেকে অন্তর্দৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একটি অধ্যায়ে সত্যের আত্মা (পবিত্র আত্মা) এবং ভ্রান্তির আত্মা (শয়তানের প্রভাব)-এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে, যা ধর্মত্যাগ প্রতিরোধ বা প্রচারে তাদের ভূমিকা দেখায়, যার মধ্যে খ্রীষ্টারিদের দ্বারা সৃষ্ট নির্দিষ্ট হুমকিও অন্তর্ভুক্ত। এই অধ্যয়নটি জোর দেয় যে মণ্ডলীর সদস্য হওয়া বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হওয়া থেকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয় না, এবং এটি তুলে ধরে যে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ে কেবল সদস্যপদ বা অংশগ্রহণই অধ্যবসায়ের নিশ্চয়তা দেয় না। অনন্তকালীন সুরক্ষার বিষয়ে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ককে □□□□□;যিশুর শিক্ষার সঠিক শিক্ষা ও যথাযথ অনুসরণ□□□□□; হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং ধর্মত্যাগের সাথে এর প্রাসঙ্গিকতা শুধুমাত্র বাইবেলের পাঠ্য ব্যবহার করে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা হয়েছে, যেখানে সেগুলোর প্রেক্ষাপটের প্রতি নির্ভুলতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং বাইরের মতামত বাদ দেওয়া হয়েছে। ইংলিশ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন (□□□) ব্যবহার করে সমস্ত পদের নির্ভুলতা বাইবেলের প্রেক্ষাপটে যাচাই করা হয়েছে।

১. সংজ্ঞা এবং মূল ভাষার পরিভাষা

ধর্মত্যাগ বলতে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থেকে ইচ্ছাকৃত বা ক্রমান্বয়ে বিমুখ হওয়াকে বোঝায়, যার মধ্যে সক্রিয় বিদ্রোহ এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে যাওয়া উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। ধর্মগ্রন্থের মূল ভাষাগুলো এর অর্থ স্পষ্ট করে:

- হিব্রু (পুরাতন নিয়ম):
  - □□□□□ (মেশুভা): □□□ (শুভ) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ □□□□□;ফিরে যাওয়া□□□□□;, এর অনুবাদ হলো □□□□□;বিপথগমন□□□□□; বা □□□□□;ধর্মত্যাগ□□□□□;। যিরমিয় ৩:৬-১০ পদে এটি ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততার বর্ণনা দেয়: "তুমি কি দেখেছ সেই অবিশ্বস্ত ইস্রায়েল কী করেছিল? সে প্রত্যেক উঁচু পাহাড়ে ও প্রত্যেক সবুজ গাছের নিচে গিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করত? ... তবুও তার বিশ্বাসঘাতক বোন যিহূদা আমার কাছে তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ফিরে আসেনি, কিন্তু ছলনা করে ফিরেছে, সদাপ্রভু এই কথা বলেন" (যিরমিয় ৩:৬, ১০, □□□)। প্রসঙ্গটি দেখায় যে ইস্রায়েল ও যিহূদা ঈশ্বরের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে মূর্তিপূজার দিকে ঝুঁকেছিল এবং অনুতাপ করার জন্য তাঁর আহ্বানকে উপেক্ষা করেছিল।
- গ্রীক (নতুন নিয়ম):
  - □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□): এর অর্থ □□□□□;বিপথগমন□□□□□; বা □□□□□;বিদ্রোহ□□□□□;। এটি ২ থেসালোনিকীয় ২:৩ পদে এভাবে দেখা যায়: "কেউ যেন তোমাদের কোনোভাবে প্রতারণা না করে। কারণ সেই দিন আসবে না, যদি না প্রথমে বিদ্রোহ আসে এবং অধর্মের মানুষ প্রকাশিত হয়" (□□□)। এর প্রেক্ষাপট হলো শেষ-সময়ের ধর্মত্যাগ, যেখানে অনেকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে।
  - □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□): এর অর্থ □□□□□;প্রত্যাহার করা, চলে যাওয়া, বা বিপথে যাওয়া,□□□□□; যা লূক ৮:১৩ পদে ব্যবহৃত হয়েছে: "আর শিলার উপরে যারা আছে... তারা বাক্য শুনে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। কিন্তু এদের কোনো মূল নেই; এরা কিছুকাল বিশ্বাস করে, এবং পরীক্ষার সময়ে বিপথে চলে যায়" (□□□); ১ তীমথিয় ৪:১ পদে: "কেউ কেউ প্রতারক আত্মা ও মন্দ আত্মার শিক্ষায় নিজেদের সঁপে দিয়ে বিশ্বাস থেকে সরে যাবে" (□□□); এবং ইব্রীয় ৩:১২ পদে: "ভাইয়েরা, সাবধান থেকো, পাছে তোমাদের মধ্যে কারও এমন মন্দ, অবিশ্বাসী হৃদয় থাকে, যা তোমাদের জীবন্ত ঈশ্বর থেকে বিপথে চালিত করে" (□□□)।

বাইবেলের প্রেক্ষাপটে এই পরিভাষাগুলো ধর্মত্যাগকে ঈশ্বর থেকে বিমুখ হওয়া হিসেবে চিহ্নিত করে, তা বিদ্রোহের মাধ্যমেই হোক বা অবহেলার মাধ্যমেই হোক।

২. ধর্মত্যাগের বাইবেলীয় উদাহরণ

ধর্মগ্রন্থ ধর্মত্যাগের উদাহরণ প্রদান করে, যা এর কারণ ও পরিণতি তুলে ধরে:

পুরাতন নিয়মের উদাহরণ

- ইস্রায়েলের প্রতিমাপূজা: যিরমিয় ৩:৬-১০ পদে ঈশ্বরের চুক্তি সত্ত্বেও প্রতিমা পূজায় ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: "সে ফিরে এল না। আর তার বিশ্বাসঘাতক বোন যিহূদা তা দেখল" (যিরমিয় ৩:৭)। এই প্রেক্ষাপট ঈশ্বরের অনুতাপ করার আহ্বানকে উপেক্ষা করে এক সম্মিলিত ধর্মত্যাগের ধারাকে তুলে ধরে।
- রাজা শৌল: ১ শমূয়েল ১৫:১০-২৩ পদে, শৌল অমালেকীয়দের ধ্বংস করার বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করেন: "যেহেতু তুমি সদাপ্রভুর বাক্য অগ্রাহ্য করেছ, তাই তিনিও তোমাকে রাজা পদ থেকে অগ্রাহ্য করেছেন" (১ শমূয়েল ১৫:২৩)। তাঁর অহংকার ও অবাধ্যতা ব্যক্তিগত ধর্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।
- শিমশোন: বিচারকদের বিবরণ ১৩–১৬ অধ্যায়ে, ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকৃত নাসীর শিমশোন দলীলার সাথে আপোস করেন এবং তাঁর ব্রত ভঙ্গ করেন: "সদাপ্রভু তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন" (বিচারকদের বিবরণ ১৬:২০)। তাঁর এই ব্যর্থতাই তাঁর পতনের কারণ হয়।
- শলোমন: ১ রাজাবলি ১১:১-১৩ পদে বিদেশী স্ত্রীদের প্রভাবে শলোমনের মূর্তিপূজার দিকে ঝুঁকে পড়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে: "তাঁর হৃদয় তাঁর ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ছিল না" (১ রাজাবলি ১১:৪, □□□)। এর ফলে ঈশ্বর তাঁর বিচার করেন এবং রাজ্যকে বিভক্ত করে দেন।

নতুন নিয়মের উদাহরণ

- যিহূদা ইস্কারিয়োত: মথি ২৬:১৪-১৬; ২৭:৩-৫ পদে, যিহূদা টাকার বিনিময়ে যিশুকে বিশ্বাসঘাতকতা করে: "আমি যদি তাঁকে আপনার হাতে তুলে দিই, তবে আপনি আমাকে কী দেবেন?" (মথি ২৬:১৫, □□□)। তার লোভ এবং যিশুকে প্রত্যাখ্যান করাই তার ধর্মত্যাগের পরিচায়ক।
- দেমাস: ২ তীমথিয় ৪:১০ পদে লেখা আছে, "দেমাস, এই বর্তমান জগতের প্রেমে পড়ে, আমাকে ত্যাগ করেছে।" জগতের প্রতি তার ভালোবাসা তাকে বিশ্বাস ত্যাগ করতে পরিচালিত করে।
- যোহন ৬:৬৬ পদে শিষ্যগণ: যীশুর নিজের মাংস ভক্ষণ বিষয়ে শিক্ষার পর, "তাঁর অনেক শিষ্য ফিরে গেল এবং আর তাঁর সঙ্গে চলল না" (যোহন ৬:৬৬, □□□), যা কঠিন সত্যের প্রতি তাদের প্রত্যাখ্যানকে প্রকাশ করে।
- ইব্রীয় পুস্তকে সতর্কবাণী: ইব্রীয় ৬:৪-৬ পদে সতর্ক করা হয়েছে, "যারা একবার জ্ঞানলাভ করার পর পথভ্রষ্ট হয়েছে, তাদের পুনরায় অনুতাপে ফেরানো অসম্ভব, কারণ তারা ঈশ্বরের পুত্রকে পুনরায় ক্রুশে বিদ্ধ করছে" (□□□)। ইব্রীয় ১০:২৬-৩১ পদে আরও বলা হয়েছে, "সত্যের জ্ঞান লাভ করার পরেও যদি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করতে থাকি, তবে পাপের জন্য আর কোনো বলিদান অবশিষ্ট থাকে না, কিন্তু বিচারের এক ভয়ংকর প্রতীক্ষা থাকে" (□□□)।

এই উদাহরণগুলো মূর্তিপূজা, অহংকার, লোভ, পার্থিব কামনা-বাসনা অথবা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে সৃষ্ট ধর্মত্যাগ প্রদর্শন করে।

৩. যারা পথভ্রষ্ট হয় তাদের বৈশিষ্ট্য ও কারণসমূহ

ধর্মগ্রন্থ তাদের বৈশিষ্ট্য ও কারণগুলো চিহ্নিত করে যারা পথভ্রষ্ট হয়:

বৈশিষ্ট্য

- অগভীর বিশ্বাস: লূক ৮:১৩ পদে তাদের বর্ণনা করা হয়েছে যারা "আনন্দের সাথে [ঈশ্বরের বাক্য] গ্রহণ করে। কিন্তু এদের কোনো মূল নেই; এরা কিছুকাল বিশ্বাস করে, এবং পরীক্ষার সময়ে সরে যায়" (□□□)।
- ভণ্ডামি: মথি ২৩:২৭-২৮ পদে ভণ্ডদেরকে "চুনকাম করা কবরের" সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে... "যা বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর, কিন্তু ভিতরে মৃত মানুষের হাড় ও সব ধরনের অশুচিতায় পূর্ণ" (□□□)।
- আধ্যাত্মিক অবহেলা: ইব্রীয় ২:১ পদ সতর্ক করে, "আমরা যা শুনেছি, তাতে আমাদের আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে, পাছে আমরা তা থেকে দূরে সরে যাই" (□□□)।
- অধ্যবসায়ের অভাব: মথি ২৪:১০-১২ পদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, "অনেকে সরে যাবে... কারণ অধর্ম বেড়ে যাওয়ায় অনেকের ভালোবাসা শীতল হয়ে যাবে" (□□□)।

- খ্রীষ্টকে অস্বীকার: যিহূদা ১:৪ পদে “অধার্মিক লোকদের” বর্ণনা করা হয়েছে, “যারা আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় বিকৃত করে এবং আমাদের একমাত্র প্রভু ও অধিপতি যীশু খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে” (□□□)।

আচরণ

- অনুতাপহীন পাপ: ১ করিন্থীয় ৫:১১ পদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, “ভাই নামে পরিচিত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা না করতে, যদি সে ব্যভিচার বা লোভের দোষে দোষী হয়, অথবা প্রতিমাপূজক, নিন্দাকারী, মাতাল বা প্রতারক হয়” (□□□)। পৌল পাপকে “খামিরের” সঙ্গে তুলনা করেছেন: “সামান্য খামির পুরো তালকে ফুলিয়ে তোলে” (১ করিন্থীয় ৫:৬, □□□), এবং এই বলে তাগিদ দিয়েছেন, “তোমাদের মধ্য থেকে সেই দুষ্ট ব্যক্তিকে দূর করে দাও” (১ করিন্থীয় ৫:১৩, □□□)।
- ভণ্ডামি ও মিথ্যা শিক্ষা: মথি ১৫:৮ পদে বলা হয়েছে, “এই লোকেরা মুখে মুখে আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমার থেকে অনেক দূরে” (□□□)। ২ পিতর ২:১-৩ পদে “ভণ্ড শিক্ষকদের” বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, “যারা গোপনে ধ্বংসাত্মক ধর্মদ্রোহিতা নিয়ে আসবে... এবং নিজেদের লোভে মিথ্যা কথায় তোমাদের শোষণ করবে” (□□□)।

কারণ

- ভ্রান্ত শিক্ষা: ১ তীমথিয় ৪:১-৩ পদে সতর্ক করা হয়েছে, “কেউ কেউ প্রতারক আত্মা ও মন্দ আত্মার শিক্ষায় নিজেদের সঁপে দিয়ে বিশ্বাস থেকে সরে যাবে।” (□□□)
- জাগতিক আকাঙ্ক্ষা: ১ যোহন ২:১৫-১৭ পদে সতর্ক করা হয়েছে, “জগতকে বা জগতের কোনো বস্তুকে ভালোবাসো না” (□□□)।
- তাড়না ও দুঃখভোগ: ইব্রীয় ৩:১২ পদ “এক দুষ্ট, অবিশ্বাসী হৃদয়ের” বিষয়ে সতর্ক করে, “যা তোমাদেরকে জীবন্ত ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।” (□□□)
- উদাসীনতা ও অবহেলা: ২ তীমথিয় ৩:১-৫ পদে এমন লোকদের বর্ণনা করা হয়েছে যাদের “ধার্মিকতার বাহ্যিক রূপ আছে, কিন্তু তারা এর শক্তিকে অস্বীকার করে” (□□□)।
- সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ: রোমীয় ১২:২ পদে আহ্বান জানানো হয়েছে, “এই জগতের অনুরূপ হয়ো না” (□□□)।

৪. সত্যের আত্মা এবং ভ্রান্তির আত্মার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ

ধর্মত্যাগ রোধ করার জন্য, পবিত্র শাস্ত্র সত্যের আত্মা (পবিত্র আত্মা) এবং ভ্রান্তির আত্মা (শয়তানের প্রভাব)-কে পৃথক করার মানদণ্ড প্রদান করে, কারণ এই আত্মিক শক্তিগুলোই নির্ধারণ করে যে একজন ব্যক্তি বিশ্বস্ত থাকবে নাকি পথভ্রষ্ট হবে। বাইবেলের পাঠ্য এবং মূল গ্রীক ভাষায় প্রোথিত এই পার্থক্যটি, খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে উভয়ের ভূমিকা স্পষ্ট করে।

বাইবেলের ভিত্তি

- ১ যোহন ৪:১-৬: “প্রিয়তমগণ, তোমরা প্রত্যেক আত্মাকে বিশ্বাস করিও না, কিন্তু আত্মাগুলিকে পরীক্ষা করে দেখিও যে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে কি না; কেননা অনেক ভণ্ড ভাববাদী জগতে বেরিয়ে পড়েছে। এর দ্বারাই তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে চিনতে পারবে: যে আত্মা স্বীকার করে যে যীশু খ্রীষ্ট দেহ ধারণ করে এসেছেন, সে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, এবং যে আত্মা যীশুকে স্বীকার করে না, সে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেনি। এরাই খ্রীষ্টারি-র আত্মা... তারা জগতের... আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি। যে ঈশ্বরকে জানে, সে আমাদের কথা শোনে; যে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেনি, সে আমাদের কথা শোনে না। এর দ্বারাই আমরা সত্যের আত্মা এবং ভ্রান্তির আত্মাকে চিনতে পারি” (□□□)।
- যাকোব ২:১৯: “তুমি বিশ্বাস করো যে ঈশ্বর এক; তুমি ভালোই করো। এমনকি ভূতরাও বিশ্বাস করে—এবং ভয়ে কাঁপতে থাকে!” (□□□)
- ১ করিন্থীয় ১২:৩: “ঈশ্বরের আত্মায় কথা বলে এমন কেউ কখনও বলে না, ‘যীশু অভিশপ্ত!’ এবং পবিত্র আত্মা ছাড়া কেউ বলতে পারে না, ‘যীশু প্রভু’।” (□□□)
- যোহন ১৬:১৩-১৪: “যখন সত্যের আত্মা আসবেন, তিনি তোমাদের সমস্ত সত্যে পরিচালিত করবেন... তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন, কারণ তিনি আমার বিষয়সমূহ গ্রহণ করে তোমাদের কাছে তা প্রকাশ করবেন” (□□□)।
- মার্ক ১:২৩-২৪: “এক অশুচি আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তি... চিৎকার করে বলল, ‘হে নাসরতীয় যীশু, আমাদের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক? ... আমি জানি আপনি কে—ঈশ্বরের পবিত্র জন’” (□□□)। ২ করিন্থীয় ১১:৩-৪: “সর্প যেমন তার ধূর্ততা দ্বারা হবাকে প্রতারিত করেছিল, তেমনি খ্রীষ্টের প্রতি একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ ভক্তি থেকে তোমাদের মনও বিপথে চালিত হতে

পারে। কারণ যদি কেউ এসে আমাদের প্রচারিত যীশুর পরিবর্তে অন্য কোনো যীশুর কথা প্রচার করে, অথবা তোমরা যে আত্মা পেয়েছিলে তার থেকে ভিন্ন কোনো আত্মা পাও...” (□□□)।

মূল ভাষার অন্তর্দৃষ্টি

- □ আত্মা (□□□□□□□, □□□□□□□): পবিত্র আত্মা এবং অশুভ আত্মা উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় (যেমন, “অশুচি আত্মা,” □□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□□, মার্ক ১:২৩)। প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে এটি পবিত্র আত্মাকে নির্দেশ করছে নাকি কোনো অশুভ শক্তিকে।
- □ স্পিরিট অফ ট্রুথ (□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□): জন 16:13 এবং 1 জন 4:6 এ, এটি পবিত্র আত্মাকে বর্ণনা করে, যিনি সত্যের দিকে নিয়ে যান (□□□□□□□□□), প্রেরিত শিক্ষার সাথে সারিবদ্ধভাবে।
- □ স্পিরিট অফ এরর (□□□□□□□ □□□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□□ □□□□□□□): 1 জন 4:6-এ, প্ল্যানে মানে □□□□□;প্রতারণা□□□□□□; বা □□□□□;বচিরণ□□□□□;, যা শয়তানি প্রভাবকে নির্দেশ করে যা মিথ্যার দিকে নিয়ে যায়।
- □ স্বীকারোক্তি (□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□): □□□□□□□□□□ থেকে, যার অর্থ সম্মত হওয়া বা প্রকাশ্যে স্বীকার করা (1 জন 4:2)। এটি যীশুর অবতারের আন্তরিক স্বীকারোক্তিকে বোঝায় (□□ □□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□;মাংসে এসো□□□□□;)।
- □ বিশ্বাস (□□□□□□□□□, □□□□□□□□□): যাকোব ২:১৯ পদে, □□□□□□□ শব্দটি বৌদ্ধিক সম্মতি বোঝায়, কারণ মন্দ আত্মারা ঈশ্বরকে স্বীকার করলেও তাদের পরিত্রাণকারী বিশ্বাসের অভাব থাকে।
- □ প্রভু (□□□□□□, □□□□□□): ১ করিন্থীয় ১২:৩ পদে, যীশুকে ‘□□□□□□’ বলে স্বীকার করার অর্থ হলো পবিত্র আত্মার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করা।
- □ শিউরে ওঠা (□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□): যাকোব ২:১৯ পদে বলা হয়েছে, ভূতেরা উপাসনায় নয়, বরং ভয়ে কাঁপে, যা বাধ্যতা অনুপ্রাণিত করার পবিত্র আত্মার কাজের বিপরীত।

পার্থক্যের মানদণ্ড

1. যিশু খ্রিস্টের স্বীকারোক্তি:
   - □ সত্যের আত্মা: পবিত্র আত্মা এই খাঁটি স্বীকারোক্তি করতে সক্ষম করেন যে, যিশুই প্রভু (□□□□□□, ১ করিন্থীয় ১২:৩) এবং তিনি দেহ ধারণ করে এসেছেন (□□ □□□□□ □□□□□□□□□□, ১ যোহন ৪:২)। এই স্বীকারোক্তি পরিত্রাণকারী বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের প্রতিফলন ঘটায় এবং বিশ্বাসীদের খ্রিষ্টে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে ধর্মত্যাগ প্রতিরোধ করে (যোহন ১৫:৪-৫)।
   - □ ভ্রান্তির আত্মা: মন্দ আত্মারা যীশুর পরিচয় স্বীকার করে (যেমন, “ঈশ্বরের পবিত্র জন,” মার্ক ১:২৪) কিন্তু তাঁকে প্রভু বলে স্বীকার করে না। তাদের “বিশ্বাস” (পিস্টেউও, যাকোব ২:১৯) হলো বুদ্ধিবৃত্তিক, ভয় (ফ্রিসোসিন) দ্বারা চিহ্নিত, বিশ্বাস দ্বারা নয়, যা বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের দিকে পরিচালিত করে (১ তীমথি ৪:১)।
2. প্রেরিতীয় সত্যের সাথে সামঞ্জস্য:
   - □ সত্যের আত্মা: বিশ্বাসীদেরকে সত্যের (আলেথেইয়া) পথে পরিচালিত করে এবং প্রেরিতদের শিক্ষাকে সমর্থন করে (১ যোহন ৪:৬; যোহন ১৬:১৩)। এটি অধ্যবসায়কে শক্তিশালী করে এবং ধর্মত্যাগের দিকে পরিচালিত করে এমন মিথ্যা শিক্ষার প্রতিরোধ করে (২ থেসালোনিকীয় ২:৩)।
   - □ ভ্রান্তির আত্মা: “প্রতারণাপূর্ণ আত্মা ও মন্দ আত্মার শিক্ষা” (১ তীমথিয় ৪:১) অথবা “ভিন্ন এক যীশু”-র (□□□□□ □□□□□□□, ২ করিন্থীয় ১১:৪) প্রচার করে, যা প্রতারণা এবং পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করে।
3. প্রভাবের ফল:
   - □ সত্যের আত্মা: আত্মিক ফল (প্রেম, আনন্দ, শান্তি, গালাতীয় ৫:২২-২৩) এবং সৎকর্ম (যাকোব ২:১৭) উৎপন্ন করে, যা বিশ্বাসে অবিচলতা বৃদ্ধি করে।
   - □ ভ্রান্তির আত্মা: প্রতারণা, ভয় এবং পাপকে উৎসাহিত করে, যেমনটা ভণ্ড শিক্ষক (২ পিতর ২:১-৩) এবং ধর্মত্যাগীদের (যূদা ১:৪) মধ্যে দেখা যায়, যা আরও খারাপ অবস্থার দিকে নিয়ে যায় (লূক ১১:২৬)।
4. ঈশ্বরের কর্তৃত্বের প্রতি প্রতিক্রিয়া:
   - □ সত্যের আত্মা: যিশুর প্রতি আত্মসমর্পণে শক্তি জোগায়, বিশ্বাসীদেরকে তাঁর মধ্যে “স্থির” থাকতে (যোহন ১৫:৪) সক্ষম করে এবং ধর্মত্যাগ প্রতিরোধ করে।

- ভ্রান্তির আত্মা: এটি বিদ্রোহকে চালিত করে, কারণ মন্দ আত্মারা যিশুর বিরোধিতা করে (মার্ক ১:২৪) এবং অন্যদেরকে তাঁকে অস্বীকার করতে প্ররোচিত করে (যূদা ১:৪), যার ফলস্বরূপ ধর্মত্যাগ ঘটে।

ধর্মত্যাগের সাথে সংযোগ

সত্যের আত্মা বিশ্বাসীদেরকে যীশুকে স্বীকার করতে, সত্যের সঙ্গে একাত্ম হতে, ঈশ্বরীয় ফল উৎপন্ন করতে এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে পথ দেখানোর মাধ্যমে ধর্মত্যাগ প্রতিরোধ করে, যেমনটা যোহন ১৫:৪-৬ এবং ইব্রীয় ৩:১৪ পদে দেখা যায়। এর বিপরীতে, ভ্রান্তির আত্মা অগভীর বিশ্বাস (লূক ৮:১৩), মিথ্যা শিক্ষা (১ তীমথিয় ৪:১) এবং বিদ্রোহ (২ থেসালোনিকীয় ২:৩) উৎসাহিত করার মাধ্যমে ধর্মত্যাগকে ত্বরান্বিত করে, যার উদাহরণ হলেন যিহূদা (মথি ২৬:১৪-১৬) এবং দেমাস (২ তীমথিয় ৪:১০)। প্রতারণা এড়াতে এবং বিশ্বস্ত থাকতে আত্মাদের পরীক্ষা করা (১ যোহন ৪:১) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খ্রিস্টবিরোধীদের উপর আলোচনা

পবিত্র শাস্ত্র খ্রীষ্টারিদের দ্বারা সৃষ্ট এক বিশেষ বিপদের বিষয়ে সতর্ক করে—এরা হলো এমন ব্যক্তি যারা যীশু খ্রীষ্টের দেহধারণ করে আগমনের বিষয়টি অস্বীকার করে, এবং এর মাধ্যমে তাঁর দেহধারণের মূল সত্যের বিরোধিতা করে। ১ যোহন ২:১৮-১৯ এবং ৪:১-৬ পদে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, খ্রীষ্টারিরা হলো তারা যারা একসময় খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের অংশ ছিল কিন্তু বিশ্বাস থেকে সরে গেছে, যা প্রকাশ করে যে তারা কখনোই প্রকৃত অর্থে এর অংশ ছিল না। যীশুর দেহধারণকে তাদের অস্বীকার করা হলো খ্রীষ্টারি আত্মার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা সত্যের আত্মার সম্পূর্ণ বিপরীত। যোহন জোর দিয়ে বলেন, "যে আত্মা যীশুকে স্বীকার করে না, সে ঈশ্বরের কাছ থেকে নয়। এই হলো খ্রীষ্টারি আত্মা" (১ যোহন ৪:৩, □□□)। এই প্রতারকরা মিথ্যা শিক্ষা প্রচার করে যা অন্যদের বিপথে চালিত করে, তাই বিশ্বাসীদের জন্য আত্মাদের পরীক্ষা করা এবং প্রেরিতদের সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা অপরিহার্য (২ যোহন ১:৭: "কারণ জগতে অনেক প্রতারক বেরিয়ে গেছে, যারা সশরীরে যিশু খ্রিস্টের আগমনের কথা স্বীকার করে না। এই ধরনের লোকই প্রতারক ও খ্রীষ্টারি,")।

মণ্ডলীর মধ্যে খ্রীষ্টারিদের উপস্থিতি এই বাস্তবতাকে তুলে ধরে যে, যারা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের অংশ বলে মনে হয়, তাদের মধ্যেও ধর্মত্যাগ ঘটতে পারে। যেমন ১ যোহন ২:১৯ পদে বলা হয়েছে, "তাহারা আমাদের মধ্য থেকে গমন করিয়াছে, কিন্তু তাহারা আমাদের লোক হইতেছিলি না; কারণ তাহারা যদি আমাদের লোক হইতে থাকিতে থাকিতে থাকিতে থাকিত।" এটি এই বিষয়টিকে তুলে ধরে যে, নিছক সদস্যপদ বা অংশগ্রহণ অধ্যবসায়ের নিশ্চয়তা দেয় না; একমাত্র প্রকৃত বিশ্বাসই, যা যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করা এবং সত্যের আত্মার সঙ্গে একাত্মতা দ্বারা চিহ্নিত, তা-ই দৃঢ়তা নিশ্চিত করে।

অধিকন্তু, খ্রীষ্টারিদের উত্থান শেষ দিনের একটি চিহ্ন: "হে সন্তানগণ, এই শেষকাল, এবং তোমরা যেমন শুনেছ যে খ্রীষ্টারি আসবে, তেমনি এখন অনেক খ্রীষ্টারি এসে গেছে। অতএব আমরা জানি যে এই শেষকাল" (১ যোহন ২:১৮)। এই পরকালবিষয়ক প্রেক্ষাপট বিশ্বাসীদেরকে সতর্ক থাকতে, সত্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে এবং প্রতারণা শনাক্ত ও প্রতিরোধ করার জন্য পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করতে উৎসাহিত করে। যোহন আশ্বাস দেন, "তোমরা তাদের পরাস্ত করেছ, কারণ যিনি তোমাদের মধ্যে আছেন, তিনি জগতের মধ্যে যে আছে তার চেয়ে মহান" (১ যোহন ৪:৪), যা বিশ্বাসীদেরকে ধর্মত্যাগ থেকে রক্ষা করার জন্য আত্মার শক্তির উপর জোর দেয়।

৫. মণ্ডলীর সদস্য হওয়া ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়াকে প্রতিরোধ করে না।

পবিত্র শাস্ত্র এই বিষয়টির উপর জোর দেয় যে, মণ্ডলীর অংশ হওয়া—সদস্যপদ, উপস্থিতি বা অংশগ্রহণের মাধ্যমে—ধর্মত্যাগ থেকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয় না। বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সাথে নিছক সম্পৃক্ততাই অবিচল থাকার নিশ্চয়তা দেয় না, কারণ অনুতাপহীন পাপ, ভণ্ডামি, অথবা খ্রীষ্টে স্থির থাকতে ব্যর্থতার কারণে ব্যক্তিরা পথভ্রষ্ট হতে পারে, যা প্রায়শই ভ্রান্তির আত্মা দ্বারা প্রভাবিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো এই বিষয়টি তুলে ধরে:

- ১ যোহন ২:১৯: "তাহারা আমাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাইয়া
- যিহূদা ১:৪: "কিছু লোক অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছে... অধার্মিক লোক, যারা আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় বিকৃত করে এবং আমাদের একমাত্র প্রভু ও অধিপতি যিশু খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে।" (□□□)। ভ্রান্তির আত্মা দ্বারা প্রভাবিত এই ধর্মত্যাগীরা মণ্ডলীর মধ্যেই ছিল, তবুও তারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল, যা দেখায় যে মণ্ডলীর সদস্যপদ ধর্মত্যাগকে প্রতিরোধ করে না।
- ১ করিন্থীয় ৫:১-২: "শোনা যাচ্ছে যে, তোমাদের মধ্যে ব্যভিচার রয়েছে... আর তোমরা অহংকারী! তোমাদের কি বরং শোক করা উচিত নয়?" (□□□)। করিন্থীয় মণ্ডলীর মধ্যে অনুতাপহীন পাপের উপস্থিতি, যা সমাজ দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত, তা অন্যদের ধর্মত্যাগের দিকে চালিত করার ঝুঁকি তৈরি করে, কারণ ভ্রান্তির আত্মা পাপকে উৎসাহিত করে (১ তীমথিয় ৪:১)।
- মথি ১৩:২৪-৩০, ৩৬-৪৩ (গম ও আগাছার দৃষ্টান্ত): যীশু বর্ণনা করেন যে, গম (সত্যের আত্মা দ্বারা পরিচালিত প্রকৃত বিশ্বাসী) এবং আগাছা (ভুল বিশ্বাসী, ভ্রান্তির আত্মা দ্বারা প্রভাবিত) রাজ্যের মধ্যে ফসল তোলার সময় পর্যন্ত একসাথে বেড়ে ওঠে, যখন আগাছার বিচার করা হয়: "মনুষ্যপুত্র তাঁর দূতদের পাঠাবেন, আর তারা তাঁর রাজ্য থেকে পাপের

সমস্ত কারণ ও সমস্ত নিয়ম-ভঙ্গকারীকে একত্রিত করবে" (মথি ১৩:৪১, □□□)। মণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত আগাছা ঝরে পড়ে, যা দেখায় যে সদস্যপদ পরিত্রাণ নিশ্চিত করে না।

- ইব্রীয় ১০:২৫-২৬: "কিছু লোকের অভ্যাসের মতো একত্রিত হওয়া অবহেলা না করে, বরং পরস্পরকে উৎসাহিত করো... কারণ সত্যের জ্ঞান লাভ করার পরেও যদি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করতে থাকি, তবে পাপের জন্য আর কোনো বলিদান অবশিষ্ট থাকে না" (□□□)। যারা মণ্ডলীতে একত্রিত হয়, তারাও ইচ্ছাকৃত পাপের মাধ্যমে বিচ্যুত হতে পারে, যদি তারা উৎসাহ ও অধ্যবসায়কে অবহেলা করে, বিশেষ করে ভ্রান্তির আত্মার প্রভাবে।

খ্রীষ্টারিদের উদাহরণ এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে। যেমন ১ যোহন ২:১৯ পদ ইঙ্গিত করে, খ্রীষ্টারিরা একসময় মণ্ডলীর অংশ ছিল কিন্তু পরে তা ত্যাগ করে, যা দেখায় যে তারা প্রকৃত বিশ্বাসের ছিল না। তাদের এই প্রস্থান প্রকাশ করে যে, কেবল মণ্ডলীর সাথে সম্পৃক্ততাই ধর্মত্যাগ রোধ করে না; বরং, খ্রীষ্টের খাঁটি স্বীকারোক্তি এবং সত্যে অবিচলতাই প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। যদি সত্যের আত্মা দ্বারা প্রতিরোধ করা না হয়, তবে খ্রীষ্টারির আত্মা মণ্ডলীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে, যা প্রতারণা এবং বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতির দিকে পরিচালিত করে।

৬. □□□□□;মানুষরে মধ্যে প্রবেশকারী সাতটি আত্মা□□□□□;

লূক ১১:২৪-২৬ এবং মথি ১২:৪৩-৪৫ পদে যীশুর শিক্ষা অসম্পূর্ণ অনুতাপের বিপদ তুলে ধরে:

- "যখন অশুচি আত্মা কোনো ব্যক্তির মধ্য থেকে বেরিয়ে যায়... তখন সে ঘর ঝাড়ু দেওয়া ও গোছানো অবস্থায় পায়। তারপর সে গিয়ে নিজের চেয়েও আরও সাতটি দুষ্ট আত্মাকে নিয়ে আসে... আর সেই ব্যক্তির শেষ অবস্থা প্রথম অবস্থার চেয়েও খারাপ হয়।" (লূক ১১:২৪-২৬, □□□)

এই প্রসঙ্গে (লূক ১১:১৪-২৮), এটি আত্মিক যুদ্ধ এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য বিষয়ে যিশুর শিক্ষারই ধারাবাহিকতা। এটি সতর্ক করে:

- অসম্পূর্ণ অনুতাপ: জীবনকে সত্যের আত্মা দ্বারা পূর্ণ না করে পাপ মোচন করলে, তা ভ্রান্তির আত্মা এবং শয়তানি প্রভাবের কাছে ব্যক্তিকে অরক্ষিত করে তোলে।
- অবস্থার অবনতি: ভ্রান্তির আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে পাপে পুনরায় লিপ্ত হওয়ার ফলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে, যা ধর্মত্যাগের পরিণতিকে আরও তীব্র করে তোলে।
- ধর্মত্যাগের সাথে সংযোগ: এই দৃষ্টান্তটি সত্য লাভ করার পর পাপের দিকে ফিরে যাওয়ার এবং ভ্রান্তির আত্মার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার বিপদ দেখায় (১ যোহন ৪:৬)।

এটি ২ পিতর ২:২০-২২ পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে হিতোপদেশ ২৬:১১ পদ উদ্ধৃত করা হয়েছে: "যে মূর্খ নিজের মূর্খতার পুনরাবৃত্তি করে, সে কুকুরের মতো নিজের বমিতে ফিরে যায়" (□□□), এবং এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে "তাদের শেষ অবস্থা প্রথম অবস্থার চেয়েও খারাপ হয়েছে" (২ পিতর ২:২০, □□□)।

৭. যিহূদার পুস্তক থেকে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি

যিহূদা ভ্রান্তির আত্মা দ্বারা প্রভাবিত ধর্মত্যাগীদের বিষয়ে সতর্ক করেন:

- "কিছু লোক অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছে... অধার্মিক লোক, যারা আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় বিকৃত করে এবং আমাদের একমাত্র প্রভু ও অধিপতি যিশু খ্রিষ্টকে অস্বীকার করে।" (যিহূদা ১:৪, □□□)

তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

- "তোমাদের প্রেমভোজের লুকানো প্রবাল প্রাচীর... জলহীন মেঘ... হেমন্তের শেষে ফলহীন বৃক্ষ, যা দুবার মৃত, সমূলে উৎপাটিত; সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ... পথভ্রষ্ট নক্ষত্র, যাদের জন্য চিরকালের জন্য ঘোর অন্ধকারের নিস্তব্ধতা নির্ধারিত রয়েছে।" (যিহূদা ১:১২-১৩, □□□)

যিহূদা অনুরোধ করেন: "তোমরা তোমাদের অতি পবিত্র বিশ্বাসে নিজেদের গড়ে তোলো... ঈশ্বরের প্রেমে নিজেদের রক্ষা করো" (যিহূদা ১:২০-২১), এবং যারা দ্বিধাগ্রস্ত তাদের প্রতি করুণা দেখাও (যিহূদা ১:২২-২৩), ধর্মত্যাগ রোধ করার জন্য সত্যের আত্মার উপর নির্ভর করার উপর জোর দেন।

৮. ১ করিন্থীয় ৫ এবং মথি ১৫-১৬ অধ্যায় থেকে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি

- ১ করিন্থীয় ৫: পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীর মধ্যেকার যৌন অনৈতিকতার বিষয়ে কথা বলেন এবং অনুতপ্ত না হওয়া পাপীকে দূর করার জন্য তাগিদ দেন: "তোমাদের মধ্য থেকে দুষ্ট লোককে দূর কর" (১ করিন্থীয় ৫:১৩)। তিনি সেইসব পাপের তালিকা দেন যা কলুষিত করে: "যৌন অনৈতিক বা লোভী, অথবা প্রতিমাপূজক, নিন্দাকারী, মাতাল বা প্রতারক" (১ করিন্থীয় ৫:১১)। পৌল পাপকে "খামিরের" সাথে তুলনা করেন: "সামান্য খামির পুরো তালকে ফুলিয়ে তোলে" (১ করিন্থীয় ৫:৬)। এই প্রেক্ষাপটে, ভ্রান্তির আত্মা দ্বারা প্রভাবিত এই পাপগুলো (১ তীমথিয় ৪:১) যদি মোকাবেলা না করা হয়, তবে তা সমাজকে ধর্মত্যাগের দিকে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে, কারণ এগুলো পবিত্রতার জন্য সত্যের আত্মার আহ্বানের (ইফিষীয় ৪:৩০) বিপরীত।
- মথি ১৫-১৬: যিশু ভণ্ডামি ও মিথ্যা শিক্ষার বিষয়ে কথা বলেন, যা ভ্রান্তির মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত এবং ধর্মত্যাগে সহায়তা করে:
  - ভণ্ডামি: মথি ১৫:৭-৯ পদে, যীশু যিশাইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে ফরীশীদের নিন্দা করেন: "এই লোকেরা মুখে মুখে আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমার থেকে দূরে; তারা বৃথাই আমার উপাসনা করে, মানুষের আদেশসমূহকে মতবাদ হিসেবে শিক্ষা দেয়" (□□□)। প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপটে (মথি ১৫:১-২০), তাদের বাহ্যিক আনুগত্য ভ্রান্তির আত্মা দ্বারা প্রভাবিত একটি হৃদয়কে আড়াল করে, যা ধর্মত্যাগের ঝুঁকি তৈরি করে।
  - ভণ্ড শিক্ষকগণ: মথি ১৫:১৩-১৪ পদে লেখা আছে, "যে চারাগাছ আমার স্বর্গীয় পিতা রোপণ করেননি, তা সমূলে উপড়ে ফেলা হবে। তাদের একা থাকতে দাও; তারা অন্ধ পথপ্রদর্শক। আর যদি অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়, তবে উভয়েই গর্তে পড়বে" (□□□)। ভ্রান্ত আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে ভণ্ড শিক্ষকগণ প্রতারণার প্রচার করে, যা ধর্মত্যাগের দিকে পরিচালিত করে (২ করিন্থীয় ১১:৪)।
  - প্রকৃত শিষ্যত্বের আহ্বান: মথি ১৬:২৪-২৬ পদে যীশু শিক্ষা দেন, "যদি কেউ আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে যেন নিজেকে অস্বীকার করে, নিজের ক্রুশ তুলে নেয় এবং আমার অনুসরণ করে। কারণ যে কেউ নিজের জীবন বাঁচাতে চাইবে, সে তা হারাবে; কিন্তু যে আমার জন্য নিজের জীবন হারাবে, সে তা ফিরে পাবে।" (□□□)। সত্যের আত্মার দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত বাধ্যতার এই আহ্বান, ভ্রান্তির আত্মার প্রভাবকে প্রতিহত করে।

৯. রাজ্যের দৃষ্টান্তমূলক গল্প এবং তাদের প্রাসঙ্গিকতা

যিশুর দৃষ্টান্তমূলক গল্পগুলো প্রায়শই ভ্রান্তির মনোভাবের কারণে পথভ্রষ্ট হওয়ার পরিণতির ওপর আলোকপাত করে:

- বীজবপনকারীর দৃষ্টান্ত (মথি ১৩:১-২৩): পাথুরে জমিতে বপন করা বীজ পরীক্ষার সময়ে ঝরে পড়ে (মথি ১৩:২০-২১), কারণ তাতে সত্যের আত্মার পথনির্দেশনার অভাব থাকে।
- গম ও আগাছার দৃষ্টান্ত (মথি ১৩:২৪-৩০, ৩৬-৪৩): ভ্রান্তির আত্মা দ্বারা প্রভাবিত ভণ্ড বিশ্বাসীদের বিচার করা হয়।
- দশ কুমারীর দৃষ্টান্ত (মথি ২৫:১-১৩): অপ্রস্তুত কুমারীরা, যাদের মধ্যে আত্মার উপস্থিতি নেই, তারা বহিষ্কৃত হয়।
- প্রতিভার দৃষ্টান্ত (মথি ২৫:১৪-৩০): অবিশ্বস্ত দাস, আত্মার সামর্থ্যকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে, বহিষ্কৃত হয়।

১০. যারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে না

ধর্মগ্রন্থ তাদের চিহ্নিত করে যাদের প্রায়শই ভ্রান্তির প্রভাবে বহিষ্কার করা হয়:

- প্রকাশিত বাক্য ২১:৮: "ভীরু, অবিশ্বাসী, ঘৃণ্য, অর্থাৎ হত্যাকারী, ব্যভিচারী, জাদুকর, প্রতিমাপূজক এবং সমস্ত মিথ্যাবাদীদের অংশ হবে সেই হ্রদে, যা আগুন ও গন্ধকে জ্বলছে।" (□□□)
- মথি ৭:২১-২৩: "যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে, তাদের সবাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে না, বরং যে আমার পিতার ইচ্ছা পালন করে, সে-ই প্রবেশ করবে।" (□□□)
- ১ করিন্থীয় ৬:৯-১০: "ব্যভিচারী, প্রতিমাপূজক, পরস্ত্রীগামী, সমকামী, চোর, লোভী, মাতাল, নিন্দাকারী বা প্রতারক—এদের কেউই ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না।" (□□□)
- গালাতীয় ৫:১৯-২১: "এখন দৈহিক কর্মগুলি সুস্পষ্ট: ব্যভিচার, অশুচিতা, কামুকতা, প্রতিমাপূজা, জাদুবিদ্যা, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধের আতিশয্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মতবিরোধ, বিভেদ, হিংসা, মাতলামি, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং এই জাতীয়

অন্যান্য বিষয়। আমি তোমাদের সতর্ক করছি, যেমন আমি আগেও সতর্ক করেছিলাম, যে যারা এই ধরনের কাজ করে তারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না।" (□□□)

১১. শাশ্বত নিরাপত্তা বিষয়ে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক: বিশ্লেষণ ও সমালোচনা

অনন্তকালীন সুরক্ষার বিতর্ক—অর্থাৎ এই মতবাদ যে প্রকৃত বিশ্বাসীরা তাদের পরিত্রাণ হারাতে পারে না—অবশ্যই সঠিক শিক্ষার প্রেক্ষাপটে এবং ধর্মত্যাগের বিরুদ্ধে সতর্কবাণীর সাথে সঙ্গতি রেখে যিশুর শিক্ষা যথাযথভাবে অনুসরণ করার মাধ্যমে বুঝতে হবে। এর ভুল প্রয়োগ আত্মতুষ্টিকে উৎসাহিত করতে পারে, যা এই সতর্কবাণীগুলোকে দুর্বল করে দেয়। এই বিশ্লেষণটি যোহন ১০:২৭-২৯ পদে "যিশুর রব শ্রবণকারী মেষদের" প্রেক্ষাপটকে স্পষ্ট করে, সক্রিয় বাধ্যতার উপর জোর দেয় এবং ধর্মত্যাগের সতর্কবাণীর সাথে আপাত অসঙ্গতিগুলো নিরসনের জন্য শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিকভাবে যাচাইকৃত শাস্ত্র ব্যবহার করে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- সংজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞা: অনন্তকালীন সুরক্ষা এই ধারণা দেয় যে, যারা সত্যিই পরিত্রাণ পেয়েছে, তারা ঈশ্বরের শক্তিতে সুরক্ষিত থাকে। যোহন ১০:২৭-২৯ পদে বলা হয়েছে, "আমার মেষেরা আমার রব শোনে, আর আমি তাদের চিনি এবং তারা আমার অনুসরণ করে। আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি, আর তারা কখনও বিনষ্ট হবে না এবং কেউ আমার হাত থেকে তাদের ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে মহান, এবং পিতার হাত থেকে কেউ তাদের ছিনিয়ে নিতে পারে না" (□□□)। রোমীয় ৮:৩৮-৩৯ পদে আরও বলা হয়েছে, "মৃত্যু বা জীবন... কোনটিই ঈশ্বরের প্রেম থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না" (□□□)। ফিলিপীয় ১:৬ পদে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, "যিনি তোমাদের মধ্যে উত্তম কাজ শুরু করেছেন, তিনিই তা সম্পন্ন করবেন" (□□□)।
- যোহন ১০:২৭-২৯ এর প্রেক্ষাপট: যোহন ১০:১-৩০ পদে, যীশু তাঁর প্রকৃত মেষদের সাথে তাদের তুলনা করেছেন যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে (যেমন, ফরীশীরা)। যে "মেষেরা" অনন্তকালীন সুরক্ষা লাভ করে, তারা হলো সেইসব লোক যারা:
  - তাঁর বাণী শুনুন: গ্রীক শব্দ □□□□□ (□□□□□) এর অর্থ হলো মান্য করার উদ্দেশ্যে মনোযোগ সহকারে শোনা, যেমনটা যোহন ৮:৪৭ ("যিনি ঈশ্বরের, তিনি ঈশ্বরের বাক্য শোনেন," □□□) এবং যোহন ১৪:২৩ ("যদি কেউ আমাকে ভালোবাসে, তবে সে আমার বাক্য পালন করবে," □□□)-এ দেখা যায়।
  - তাঁর অনুসরণ করুন: গ্রীক শব্দ □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□) সক্রিয়, চলমান বাধ্যতাকে বোঝায়, যেমন মথি ১৬:২৪ পদে বলা হয়েছে ("যদি কেউ আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে যেন নিজেকে অস্বীকার করে, নিজের ক্রুশ তুলে নেয় এবং আমার অনুসরণ করে," □□□)। সুতরাং, অনন্তকালীন সুরক্ষা তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা সক্রিয়ভাবে যীশুর কথা শোনে ও তাঁর বাধ্যতা পালন করে এবং সত্যের আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে খাঁটি বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ফল উৎপন্ন করে (মথি ৭:১৬-২০)।
- বিপরীত সতর্কবাণী: ইব্রীয় ৬:৪-৬ পদে সতর্ক করা হয়েছে, "যারা একবার জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে পরে পথভ্রষ্ট হয়েছে, তাদের পুনরায় অনুতাপে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব" (□□□)। ইব্রীয় ১০:২৬-৩১ পদে বলা হয়েছে, "যদি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করতে থাকি... তবে পাপের জন্য আর কোনো বলিদান অবশিষ্ট থাকে না" (□□□)। এগুলি ইঙ্গিত দেয় যে পথভ্রষ্ট হওয়া সম্ভব, যা একটি আপাত দ্বন্দ্ব তৈরি করে, এবং প্রায়শই ভ্রান্তির আত্মা এর সুযোগ নেয়।

উত্তেজনা নিরসন

যোহন ১০:২৭-২৯ পদে উল্লেখিত অনন্তকালীন সুরক্ষার প্রতিজ্ঞাটি যীশুর প্রকৃত মেষদের জন্য প্রযোজ্য—যারা সত্যের আত্মার দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে অবিচল বিশ্বাস ও বাধ্যতার মাধ্যমে তাঁর কথা শোনে এবং তাঁকে অনুসরণ করে। ধর্মত্যাগের সতর্কবাণী তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যারা খ্রীষ্টে স্থির থাকতে ব্যর্থ হয়, যা প্রকাশ করে যে তারা প্রকৃতপক্ষে তাঁর মেষ ছিল না, বরং প্রায়শই ভ্রান্তির আত্মা দ্বারা প্রভাবিত হতো। মূল বিষয়গুলো:

- প্রকৃত বিশ্বাসীরা অধ্যবসায়ী হন: যোহন ১৫:৪-৬ শিক্ষা দেয়, "তোমরা আমাতে থাকো, আর আমি তোমাদের মধ্যে... যদি কেউ আমাতে না থাকে, তবে সে শাখার ন্যায় ফেলে দেওয়া হয় এবং শুকিয়ে যায়" (□□□)। আমাতে থাকার জন্য বাধ্যতা প্রয়োজন, যা যোহন ১০:২৭-এ উল্লেখিত "অনুসরণ" করার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইব্রীয় ৩:১৪ আরও বলে, "আমরা খ্রীষ্টের অংশীদার হই, যদি আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের আদি বিশ্বাসে অটল থাকি" (□□□)। প্রকৃত মেষেরা অধ্যবসায় প্রদর্শন করে এবং ঈশ্বরের আত্মা তাদের উপর সীলমোহর করেন (ইফিষীয় ১:১৩-১৪)।
- ধর্মত্যাগীরা প্রকৃত মেষ ছিল না: ১ যোহন ২:১৯ পদে বলা হয়েছে, "তাহারা আমাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাইয়াছে, কিন্তু তাহারা আমাদের লোক হইতেছে; কারণ তাহারা যদি আমাদের লোক হইতেছে, তবে তাহারা আমাদের সঙ্গেই থাকিয়াছে" (□□□)। যিহূদা (মথি ২৬:১৪-১৬), দেমাস (২ তীমথি ৪:১০) এবং যোহন ৬:৬৬ পদে উল্লেখিত শিষ্যদের মতো উদাহরণগুলি দেখায় যে, যারা পথভ্রষ্ট হয়, তারা যীশুর কথা শোনা ও তাঁকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে অধ্যবসায়ী ছিল না, যা ইঙ্গিত করে যে তারা প্রকৃত অর্থে তাঁর মেষ ছিল না, বরং প্রায়শই ভ্রান্তির আত্মা দ্বারা প্রভাবিত হত।

- সতর্কবাণী বিশ্বস্ততার জন্য তাগিদ দেয়: ইব্রীয় ৬:৪-৬, ১০:২৬-৩১, এবং ২ পিতর ২:২০-২২ (হিতোপদেশ ২৬:১১ পদ উদ্ধৃত করে) অগভীর বিশ্বাস, অনুতাপহীন পাপ, বা পুনরায় অধঃপতনের (যেমন, লূক ১১:২৪-২৬ পদে উল্লেখিত "সাতটি আত্মা") বিরুদ্ধে সতর্ক করে। এই সতর্কবাণীগুলো বিশ্বাসীদের আত্মতুষ্টি পরিহার করতে উৎসাহিত করে, যেমনটা ১ করিন্থীয় ১০:১২ পদে দেখা যায়: "যে কেউ মনে করে যে সে স্থির আছে, সে যেন সতর্ক থাকে পাছে পড়ে যায়" (□□□), এবং সত্যের আত্মার উপর নির্ভর করতে বলে।

অপপ্রয়োগের সমালোচনা

ভ্রান্তির আত্মা দ্বারা প্রভাবিত, অগভীর বা মিথ্যা বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তিদের (যেমন, লূক ৮:১৩; যিহূদা ১:৪) উপর অনন্তকালীন সুরক্ষার ভুল প্রয়োগ আত্মতুষ্টিকে উৎসাহিত করার ঝুঁকি তৈরি করে এবং ধর্মত্যাগের বিরুদ্ধে সতর্কবাণীকে দুর্বল করে দেয়। যারা সুরক্ষার দাবি করে কিন্তু অনুতাপহীন পাপে (১ করিন্থীয় ৫:১১) বা ভণ্ডামিতে (মথি ১৫:৮) জীবনযাপন করে, তারা যোহন ১০:২৭-এর মানদণ্ড পূরণ করতে ব্যর্থ হয়—তারা যীশুর কথা শোনে না এবং তাঁকে অনুসরণ করে না। রোমীয় ৬:১-২ এর বিপরীতে বলে, "অনুগ্রহ বৃদ্ধি পাবে বলে কি আমরা পাপে লিপ্ত থাকব? কখনোই না!" (□□□)। সঠিক শিক্ষা এই বিষয়ের উপর জোর দেয় যে, অনন্তকালীন সুরক্ষা তাদের জন্য যারা খ্রীষ্টে অবস্থান করে, ফল উৎপন্ন করে (মথি ৭:১৬-২০), এবং সত্যের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে যীশুর বাধ্যতার আহ্বানের (মথি ১৬:২৪; তীত ২:১১-১২) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

১২. আশা ও পুনরুদ্ধার

ধর্মগ্রন্থ আশা জোগায়:

- ঈশ্বরের ইচ্ছা: ১ তীমথিয় ২:৪: ঈশ্বর "ইচ্ছা করেন যেন সকলে পরিত্রাণ পায়" (□□□)। ২ পিতর ৩:৯: ঈশ্বর "ইচ্ছা করেন না যে কেউ বিনষ্ট হোক" (□□□)।
- পুনরুদ্ধার: লূক ১৫:১১-৩২ (উচ্ছৃঙ্খল পুত্র): পুত্রের প্রত্যাবর্তন ঈশ্বরের পুনরুদ্ধার করার ইচ্ছাকে প্রকাশ করে। যোহন ২১:১৫-১৯ (পিতর): অস্বীকার করার পর যীশু পিতরকে পুনরুদ্ধার করেন। ২ করিন্থীয় ২:৫-১১ (করিন্থীয় পাপী): পৌল অনুতপ্ত পাপীকে পুনরুদ্ধার করার জন্য ক্ষমা করার আহ্বান জানান।
- অধ্যবসায়: যোহন ১৫:৪-৬: খ্রীষ্টে স্থিত থাকা ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করে। ইব্রীয় ৩:১৩: "প্রতিদিন পরস্পরকে উৎসাহিত কর... যেন পাপের ছলনায় তোমাদের মধ্যে কেউ কঠিনহৃদয় না হয়ে যাও" (□□□)। যূদা ১:২০-২৩: বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং করুণা প্রদর্শন করা, সত্যের আত্মার মাধ্যমে বিশ্বাসীদের অধ্যবসায়ী হতে সাহায্য করে।

১৩. অতিরিক্ত অন্তর্দৃষ্টি

- শেষ দিনের ধর্মত্যাগ: ২ থেসালোনিকীয় ২:৩ পদ প্রভুর দিনের পূর্বে ভ্রান্তির আত্মা দ্বারা প্রভাবিত এক ব্যাপক ধর্মত্যাগের বিষয়ে সতর্ক করে।
- ভণ্ড শিক্ষকেরা: ২ পিতর ২:১-৩ এবং যিহূদা ১:৪ পদে ভ্রান্তির আত্মার মাধ্যমে অন্যদের বিপথে চালিত করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।
- মণ্ডলীর অনুশাসন: মথি ১৮:১৫-১৭ পদে পাপ মোকাবেলা এবং মণ্ডলীর পবিত্রতা রক্ষার উপায়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে।
- ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: যিহূদীবাদী (গালাতীয় ১:৬-৯) এবং জ্ঞানবাদের (১ যোহন ২:১৮-১৯) মতো হুমকিগুলো ধর্মত্যাগের ব্যাপকতাকে তুলে ধরে, যা প্রায়শই ভ্রান্তির আত্মার সাথে যুক্ত।
- সাংস্কৃতিক চাপ: জাগতিক মূল্যবোধের সাথে একীভূত হলে ধর্মত্যাগের ঝুঁকি থাকে (রোমীয় ১২:২)।
- পবিত্র আত্মার ভূমিকা: ইফিষীয় ৪:৩০ পদ সত্যের আত্মাকে দুঃখ দেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করে, যিনি বিশ্বাসীদের উপর সীলমোহর করেন।
- অতিরিক্ত সতর্কতা:
  - কলসীয় ২:৮: দর্শন ও প্রতারণার বিরুদ্ধে সতর্ক করে, যা প্রায়শই ভ্রান্তির আত্মা দ্বারা প্রচারিত হয়।
  - ২ তীমথিয় ২:১৮: যারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের নিন্দা করে।
  - প্রকাশিত বাক্য ৩:৫: এই প্রতিজ্ঞা যে, যারা জয় করবে তাদের নাম মুছে ফেলা হবে না, যা সত্যের আত্মার মাধ্যমে অধ্যবসায়ের উপর জোর দেয়।

- খ্রীষ্টারি ও পরকালতত্ত্ব: খ্রীষ্টারিদের আবির্ভাব শেষকালের সাথে সম্পর্কিত, যেমনটা ১ যোহন ২:১৮ এবং ২ থেসালোনিকীয় ২:৩-৪ পদে দেখা যায়, যেখানে ঈশ্বরের বিরোধিতাকারী "অধর্মপরায়ণ ব্যক্তি"-র বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ধর্মত্যাগ ও প্রতারণা বৃদ্ধি পাওয়ায়, এই সংযোগটি বিচক্ষণতা ও বিশ্বস্ততার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

১৪. সারসংক্ষেপ সারণী

অনুচ্ছেদ	থিম	মূল অন্তর্দৃষ্টি
যিরমিয় ৩:৬-১০	ইসরায়েলের মূর্তিপূজা	মূর্তিপূজার কারণে সম্মিলিত ধর্মত্যাগ।
১ শমূয়েল ১৫:১০-২৩	শৌলের অবাধ্যতা	অহংকারের কারণে ব্যক্তিগত ধর্মত্যাগ।
মথি ২৬:১৪-১৬	জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতা	লোভ দ্বারা চালিত ধর্মত্যাগ।
ইব্রীয় ৬:৪-৬, ১০:২৬-৩১	জ্ঞানদীপ্তির পর প্রত্যাখ্যান	বিপথে গেলে গুরুতর পরিণতি ভোগ করতে হবে।
১ করিন্থীয় ৫:৬-৮, ১১	পাপের খামির	ভ্রান্তির আত্মা দ্বারা প্রভাবিত পাপ কলুষিত করে, যা দূর করা আবশ্যক।
মথি ১৫:৮, ২৩:২৭-২৮	ভণ্ডামি	বাহ্যিক ধার্মিকতা ভ্রান্তির আত্মা দ্বারা চালিত অন্তরের পাপকে আড়াল করে।
যিহূদা ১:৪-১৩	ভণ্ড শিক্ষক এবং ধর্মত্যাগী	প্রতারণাপূর্ণ ও ধ্বংস অনিবার্য, যা সত্যের আত্মার উপর নির্ভর করার আহ্বান জানায়।
লূক ১১:২৪-২৬	সাতটি আত্মা	অসম্পূর্ণ অনুশোচনা ভ্রান্তির মনোভাবের অধীনে আরও খারাপ অবস্থার দিকে নিয়ে যায়।
মথি ১৩:১-২৩	বীজবপনকারীর দৃষ্টান্ত	সত্যের আত্মা ছাড়া অগভীর বিশ্বাস পতন ঘটায়।
প্রকাশিত বাক্য ২১:৮	রাজ্য থেকে বর্জন	অনুতাপহীন পাপীদের স্বর্গরাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হয়।
২ পিতর ২:২০-২২; হিতোপদেশ ২৬:১১	পাপে প্রত্যাবর্তন	ভ্রান্তির মনোভাব নিয়ে পুনরায় অধঃপতন ব্যক্তির অবস্থাকে আরও খারাপ করে তোলে।
১ যোহন ২:১৯	গির্জার সদস্যপদ	সত্যের আত্মা ছাড়া মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত থাকা ধর্মত্যাগ প্রতিরোধ করে না।
১ যোহন ৪:১-৬	সত্যের চেতনা বনাম ভ্রান্তি	আত্মাদের পরীক্ষা পবিত্র আত্মার নির্দেশনাকে শয়তানি প্রতারণা থেকে পৃথক করে।
১ যোহন ২:১৮-১৯, ৪:১-৬; ২ যোহন ১:৭	অ্যান্টিখ্রিস্ট	খ্রিস্টের অবতারের অস্বীকারকারীরা, মণ্ডলীর মধ্যেকার প্রতারকেরা, শেষ দিনের চিহ্ন।

১৫. উপসংহার

ধর্মত্যাগ, যা মেশুভাহ এবং অ্যাপোস্টাসিয়া দ্বারা সংজ্ঞায়িত, এর মধ্যে রয়েছে বিদ্রোহ, অবহেলা বা প্রতারণার মাধ্যমে ঈশ্বর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, যার উদাহরণ হলো ইস্রায়েল, শৌল, যিহূদা এবং খ্রীষ্টারি। সত্যের আত্মা (পবিত্র আত্মা) যীশুকে প্রভু হিসাবে স্বীকার, সত্যের সঙ্গে সংগতি, ঈশ্বরীয় ফল এবং ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণের সামর্থ্য প্রদানের মাধ্যমে ধর্মত্যাগ প্রতিরোধ করেন, অপরদিকে ভ্রান্তির আত্মা (শয়তানের প্রভাব) প্রতারণা, অগভীর বিশ্বাস এবং বিদ্রোহের মাধ্যমে একে উৎসাহিত করে। ধর্মত্যাগীদের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ভণ্ডামি এবং মিথ্যা শিক্ষার প্রতি সংবেদনশীলতা, যেমন খ্রীষ্টারিদের দ্বারা প্রচারিত শিক্ষা, যারা খ্রীষ্টের অবতারকে অস্বীকার করে। ১ করিন্থীয় ৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আচরণের মতো আচরণগুলো কলুষিত খামিরের মতো কাজ করে এবং মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত থাকাও ধর্মত্যাগ প্রতিরোধ করে না, যেমনটা খ্রীষ্টারিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় (১ যোহন ২:১৯)। "সাতটি আত্মা" এবং কুকুরের নিজের বমিতে ফিরে আসা পুনরায় পাপে ফিরে যাওয়ার বিপদকে চিত্রিত করে, অপরদিকে যিহূদা এবং রাজ্যের দৃষ্টান্তগুলো বিচার সম্পর্কে সতর্ক করে। খ্রীষ্টারি সহ ভণ্ড শিক্ষকেরা প্রতারণার প্রচারের মাধ্যমে ধর্মত্যাগকে আরও বাড়িয়ে তোলে। অনুতপ্ত না হওয়া পাপীরা ঈশ্বরের রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়, কিন্তু অনুতাপের জন্য ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা আশা জোগায়। সঠিক শিক্ষা এবং যীশুর শিক্ষা যথাযথভাবে অনুসরণের উপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত অনন্তকালীন নিরাপত্তা, সত্যের আত্মার মাধ্যমে অধ্যবসায়কে শক্তিশালী করে, কিন্তু এর ভুল প্রয়োগ আত্মতুষ্টির ঝুঁকি তৈরি করে। বিশ্বাসীদের অবশ্যই আত্মাকে পরীক্ষা করতে হবে (১ যোহন ৪:১), খ্রীষ্টে স্থির থাকতে হবে এবং ঈশ্বরের মুক্তিদায়ক প্রেমের উপর আস্থা রাখতে হবে, বিশেষ করে খ্রীষ্টারিদের প্রতারণার মুখে।